ভোরের কাগজ

তারিখ 06 APR 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

বিকশিত মাগুরার মহিলা গণশিক্ষা কেন্দ্র — ভোরের কাগজ

শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হবে ৫ লাখ নিরক্ষর মানুষ

বিকশিত মাগুরার সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন এগিয়ে চলেছে পুরোদমে

বীরেন মুখার্জী : মাগুরা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত 'বিকশিত মাগুরা'র সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন এখন পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। মাগুরা জেলাকে আদর্শ জেলা হিসেবে গড়ে তোলার এই উদ্যোগ এখন সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। যতোদিন যাচ্ছে এই আন্দোলন ততোই বেগবান হচ্ছে। জেলার শালিখা, শ্রীপুর, মহম্মদপুর ও মাগুরা সদর থানায় দুটি পর্যায়ে এই শিক্ষাদান কর্মসূচি চালু হয়েছে। এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য জেলায় প্রায় সাত হাজার গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রকল্পটি শেষ হলে জেলার প্রায় পাঁচ লাখ অশিক্ষিত মানুষ শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

জেলার মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, ঋণদান এবং বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ উন্নয়ন এই পাঁচটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে ১৯৯৭ সালে 'বিকশিত মাগুরা' আন্দোলন শুরু হয়। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন শুরু হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮। আগামী ২০০০ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে জেলার ৬৬ শতাংশ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে অক্ষরজ্ঞান দেওয়া এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

মাগুরা জেলা প্রশাসক মুহম্মদ নূরুজ্জামান খানের দীর্ঘ এক বছরের নিরলস পরিশ্রমের ফলে এ কর্মসূচি আলোর মুখ দেখেছে। কর্মসূচি গ্রহণের পূর্বে মাগুরার সাংসদদ্বয়ের সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং মাগুরার সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, ইমামসহ সর্বস্তরের প্রতিনিধির সহযোগিতায় '৯৬ সালের ২১, ২৬, ২৭ ও ৩১ জুলাই যথাক্রমে মহম্মদপুর, মাগুরা সদর, শালিখা ও শ্রীপুর থানায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর জেলা ৩ হাজার ২৫টি পুরুষ ও ৩ হাজার ৪২০টি মহিলা গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক এবং ৫৭২ জন সুপারভাইজারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব ডঃ সাদত হুসাইন গণশিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন এবং তারা সন্তোষজনক অভিমত প্রকাশ করেন।

'বিকশিত মাগুরা' কর্মসূচির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসক মুহম্মদ নূরুজ্জামান খানকে সভাপতি করে মূল কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও তদারকির জন্য ২১টি উপ কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রত্যেক থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জেলা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাদের নেতৃত্বে প্রত্যেক থানায় থানা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি ও ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রত্যেক গণশিক্ষা কেন্দ্রে একজন শিক্ষক নিয়োগ করে তাদের সম্মানীর ব্যবস্থাও করা হয়েছে।